ফা র হা না র হ মা ন

নিজেকে চিনতে পারিনি

সমুদ্রের পাড়ে নুড়ির উপর বসে আমি মৃতদের সাথে কানে কানে কথা বলি,
হাতে হাত রেখে মৃত্যুর সুরায় চুমুক দেই ধীরে ধীরে
দূরে কোথাও নৈঃশব্দ্যে হারিয়ে গেছে মানুষের পদধ্বনি,
পাতার শিশিরে টলমল প্রেমিকযুগল
উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঝাউবনে কানামাছি খেলে মৃতদম্পতি, তাদের আবছায়া সন্তানগুলো
দমকা হাওয়ায় ভাসে গহিন সময়,
মেঘের কৃষ্ণফেনিল আকাশ
অস্থির বাজপাখির চোখে বিভ্রান্তির অনল
বিদায় বলেছি সেসব মুহূর্তকে
তুষার জমে জমে হিম হয়েছে পতিত মন
সর্পিল বালুকাপথে আগলভাঙার প্রতীক্ষায়
কালের অতলে আলো-ছায়ায় নাচছে স্বপ্ন অবিরত, মৃত্যুর চূড়ায়।
মৃত ইশারার যত প্রহসন।

কি শো র ঘো ষ

প্রতিভাবান প্রতিবিম্ব

পাগল যে শহরে ঘোরে সে শহরও পাগল,
চাঁদ যে রাত্রে ওঠে সে রাত্রিও চাঁদ
মুখোমুখি বিরাট আয়না, আয়নাভরতি ক্ষত
বুনোফুলের খাদ

ফরসার উপর নীলগাউন পরা প্রতিবিম্ব
ছোঁব না যদিও
দূর থেকে দেখব —
সরস্বতীপুজোর শাড়ি, বিয়ের মন্ত্র আর
গালাগালিতে গুলিয়ে যাচ্ছে তার
প্রেমিকজীবন!
গঙ্গায় ভেসে উঠছে মরা পদ্মা, আত্মার লাশ
প্রচুর মন ও মনকেমন ...

ছরবেছর ভাবতেও পারে ওরা দু-জন —

দু-জোড়া চটি, পড়ে আছে ঘাসে আকাশের
কালো চামড়ার কিংবা কঠিন মেঘের ...
পাগল অথবা প্রতিভাবানের

প দ্ম শ্রী ম জু ম দা র-এর দুটি কবিতা

রুপোলি রাত

বিতর্ক বাড়িয়ে কী লাভ
এই যে জোছনায় ধুয়ে যাওয়া পূর্ণিমারাত
চাঁদ কি জানে
এই আলো তার নিজস্ব নয়?
তবু জোছনা নিয়েই
তার এত গল্প, এত কবিতা!
আর কোনো ভূগোল অথবা
বিজ্ঞানের তর্ক নয়
চাঁদ চাঁদের মতো থাক
জোছনা জোছনার মতো
মাঝখানে জেগে থাক
একটি পার্থিব রুপোলি রাত।

গুহা

চলো ফিরে যাই গুহার কাছে
আবিষ্কার করি কোনো অনাবিষ্কৃত লিপি
এখনও যা কম্পিউটারে
'ফন্ট' বলে স্বীকৃতি পায়নি
কিছু বাঁধাধরা 'ফন্ট' নিয়ে কাজ করতে করতে
ছকেবাঁধা জীবন
ভুলে গেছে গুহার কথা
আবার ফিরে যাই গুহার কাছে
গুহা ছাড়া কোনো লিপি হয় না
গুহাই তো উৎসমুখ —
আদিম জননী।

সম্পর্ক মণ্ডল-এর দুটি কবিতা

বিন্দাবন কোথায়

বিন্দাবন কোথায়

ব্রজের এমন প্রশ্ন শুনে
গায়ে জ্বর এসে যায়

বিন্দাবন কোথায় বিন্দাবন কোথায়
তোর জেনে কী হবে রে রাখাল

বিন্দাবন কলকাতার পাশে
বিন্দামন নবদ্বীপের কাছে

এই কথা জেনে নিয়েই
ওমা
রাখাল এখন ট্রেনে ট্রেনে
ভিক্ষা করে

তার গান ওলো ওলো রাই
গাইতে গাইতে

কাটোয়া থেকে তার ট্রেন
বিন্দাবন হয়ে মথুরা চলে যায়

কৃষিবিষয়ক কবিতা

যতদূর আমার মনে পড়ে আমি ছিলাম এক কৃষকের সন্তান।
কৃষিবিষয়ক কবিতা লিখতে হবে আমায় — এমন এক ফরমান পিঠের
মধ্যে কে যেন গেঁথে গিয়েছিল খুব ছোটোবেলায়
তারপর থেকে আমি লিখতে গেলেই ভাবছি
কী হবে আমার বিষয়?

সবুজমাঠের মধ্যে ভেজা ফসলের গায়ে যখন শিশির
খেলা করে
কৃষকের বউ ভিজেভাত নিয়ে যখন চলে যায় মাঠে

এইসব প্রশ্ন আর কখনও কোরো না — রতনকাকা বলেছিল

তার একমাত্র ছেলে এখন কেরলে লেবারের কাজ করে
চাষবাস কবেই উঠে গ্যাছে

শুধু স্বপ্নের মতো সবুজমাঠ এখনও
ভিড় করে মনের ভিতর

এ শহরে মলিন রাস্তাগুলোকে আজ
হলুদ ফসলের কথা বলতে ইচ্ছা করে খুব

উত্তরা চাকমা

সৃজনশীল

প্রথম পরিচয়ে জেনেছি তুমি এক
সৃজনী।
সৃষ্টি যার নেশা।
ঘন জঙ্গল, গভীর বন, তোমার কলমে হ
উপন্যাস।
পরিত্যক্ত মৃত শিখরযুক্তগাছ হয়ে ওঠে
এক দার্শনিক।
ভূমিতল থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া ধাতু,
হয়ে ওঠে
স্বর্ণ।
অনাথ সম্ভাবনাময় বৃক্ষশিশু হয়ে ওঠে
তোমার ছোঁয়ায়
এক মহীরুহ।
আমি সেই ভবঘুরে অনাথ কবি শিশু
স্বপ্নময় মহীরুহ।

খোকন সাহা

আত্মকথন

এক শূন্যতার স্বপ্ন
সেই স্বপ্নে খুঁজি অবকাশযাপন,
কাঠের নৌকা, অশ্বত্থ গাছের ছায়া,
আর গাঢ় আলো।
একসময় সব পেয়ে যাই...
তারপর যোগ বিয়োগের খেলা —
জীবনের গল্প
গল্পে একাত্ম হতে থাকি
সংগোপনে বাতাস বয়
রামধনু এঁকে লিখি
মানুষের ভালোবাসার কথা।

সম্বিত ফিরে আসে —
চোখের সামনে কালো পাথরে উপচে পড়ে
জলের বন্যা...
এইভাবে এক-একটা দিন
শুধু নিঃশর্তযাপন —
ভাতঘুম আর আত্মকথন।

অরুণাচল দত্তচৌধুরী

পিতৃপ্রণয়িনী

'সেই যে চলিয়া গেলি, ফিরিবার মন নাহি তোর'
এই মাত্র এক লাইন
লেখা ছিল পত্রের ভিতর

অতীব পুরোনো সেই ভঙ্গুর হলুদ রং কাগজের গায়ে
অতি দীর্ঘশ্বাস এক লেগেছিল,
নাকি তত দীর্ঘ কোনও শ্বাস নয়,
যে কোনও উপায়ে
প্রাচীন তরঙ্গ খুললে, এরকমই দমচাপা খনিজ বাতাস
ঝলকে বেরিয়ে আসে,
যেন মৃত অতীতের মৃদু সর্বনাশ

মদীয় পিতৃদেব শুধুমাত্র এটুকুই লিখে
কার জন্য রেখেছিল?
মাকে, তার একমাত্র স্ত্রীকে?
নাকি তার যৌবনের অন্য কোনও অভীপ্সিতাকে
সমাজ সংস্কার হয়তো সাত পাঁচ ভেবে
এই বোবা চিঠি আর ফেলা হয়নি ডাকে

সেই মা কবেই গত, বাবা গেলো আজ
মা যাবার পর থেকে সাংসারিক কোনওই তোয়াজ
পায়নি সে।
বলা ভালো, চায়ওনি তা, মা তাকে যা দিত
সাধ্যাতীত যত্নআত্তি। যেন প্রেমে পরমবাধিত।
মাকে কি ঠকাত বাবা?
তা নইলে কেন তার তরঙ্গের গোপন বিবরে
এই চিঠি আজও আছে পড়ে?

বাবা মাকে চিনতে চাইনি,
কী প্রকারে আজ তাকে চিনি
চিঠিটা আসলে যার। হারানো সে পিতৃপ্রণয়িনী।

এই পত্র হাতে পেলে কী দিত উত্তর!

এই পত্র হাতে পেলে আদৌ সে দিত কি উত্তর?

'সেই যে চলিয়া গেলি, ফিরিবার মন নাহি তোর।'

নকুল রায়

সে আসছে

তোমার পদধ্বনি টের পাই,
সামনে যারা বিপ্লবের কথা বলে
এতদিন মুগ্ধ করে রেখেছিল, আজ
তারা খুব শিল্প-সম্মত-মুখোশ
ব্যবহার করে বুদ্ধিজীবিকা
প্রকাশ করছে বারবার।

আমি আমার মুখ থেকে নেমে-আসা
হৃদয়ের আয়না খুঁজি বলে
আয়নায় ছড়ানো ধুলোবালি
ক্লেদ, গ্লানি মোছার ফলে
কিছু পথের অবিশিষ্ট এখনও দেখি,

আমি সেইসব না-বলা কথা থেকে
শিখে নিচ্ছি প্রতিদিন
বিদ্রোহের পদধ্বনি।
জানি, সে আসছে খুব গোপনে।

বিজয় ঘোষ

লীলাবতী ১

বৃক্ষজন্ম চেয়েছিল সে। বৃক্ষ যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। ঘন সবুজ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তেমনই এক জন্মকথা চেয়েছিল সে। সবুজ সব পাতারা তাকে স্পর্শ করে থাকবে। এই জন্ম শুধু সবুজ। কোনও আবরণ নেই। নেই অলৌকিক স্মৃতি কথা। যেভাবে মেঘ বয়ে যায় মেঘালয়ে। বনে বনাঞ্চলে সে এক বৃক্ষ হতে চেয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে যেতে যেতে সে সবুজ হয়ে উঠবে। জলজ মোহময়তায়। তার সবুজ স্তন। ঘনশ্যাম যোনির গভীরে আলোকিত আশা জেগে থাকবে।

বৃক্ষজন্ম চেয়েছিল সে।

সবুজ ঘন সবুজ এক বৃক্ষ হতে চেয়েছিল লীলাবতী।